পোলিও রোগের প্রতিকার

ডাঃ রেজাউল ফরিদ খান, শিশু স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ

দৈনিক ইত্তেফাক, তাং ১০ ডিসেম্বর ৯৬ ইং

পোলিও ভাইরাস সংক্রমণে পোলিও মায়েলাইটিস নামক রোগটি হয়ে থাকে। শিশু জন্মের পর ৬ মাস বয়স থেকে ৫ বছর বয়সী ছেলে-মেয়েরা সাধারণতঃ আক্রান্ত হয়ে থাকে। পোলিও এর জীবাণু দুষিত খাবার বা পানির সাথে মুখ দিয়ে শরীরে ঢুকে থাকে-খাদ্য থলি ও অন্ত্রতন্ত্রে দ্রুত বিভাজনের মাধ্যমে বংশবিস্তার করে, ক্রমে টনসিল ও অন্যান্য লিমফয়েড টিস্যুতে দ্রুত বৃদ্ধি পায়। তারপর রক্তের মাধ্যমে প্রবাহিত হয়ে স্নায়ুতন্ত্রকে আক্রমণ করে। যখন মস্তিস্কের ক্ষতিগ্রস্থ করে তখন **Motor neurone** বা **Paralytic paralysis** হয় অর্থাৎ শিশুর হাত-পা পক্ষাঘাতগ্রস্থ হয়ে প্রতিবন্ধত্ব দেখা দেয়। পোলিও ভাইরাসে আক্রান্ত ৯০ শতাংশের ১-২ শতাংশ পোলিও মায়েলাইটিসে ভুগে, ১ শতাংশ আক্রান্তের পর দ্রুত আরোগ্য লাভ করে, ৪-৮ শতাংশ পূণরায় আক্রান্ত হয়ে আপনাতেই ভাল হয়ে যায়, ৪ শতাংশ মারা যায়। প্রতি হাজারে ১-১০ টি শিশু প্রতিবন্ধি **(Disabled)** অর্থাৎ হাঁটা-চলা করতে বা হাত-দিয়ে স্বাভাবিক কাজ করতে পারে না। পোলিও জনিত কারণে হাত পায়ের মাংশপেশী শুকিয়ে যায়, স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়, কখনো হাত-পা উভই বিকলাঙ্গ হয়ে যেতে পারে।

১৯৫৫ সালে আমেরিকান বিজ্ঞানী জেমস্ সল্ক মারাত্বক এ রোগটির টিকা (ইনজেকশন) আবিস্কার করেন। ১৯৬১ সালে আলবার্ট সাবিন অধিক কার্যকর মুখে খাবার প্রতিষেধক আবিস্কার করলেও আজও পোলিও পুরোপুরি নির্মূল হয়নি। পৃথিবী থেকে গুটি বসন্ত নির্মূল হলেও পোলিও এখনও বহুদেশে বিদ্যমান, পশ্চিম গোলার্ধে পোলিওর অস্তিত্ব না থাকলেও তৃতীয় বিশ্বের আরো কয়েকটি দেশের মত পোলিও বাংলাদেশের শিশু স্বাস্থের জন্য এক বিরাট হুমকিস্বরূপ; উল্লেখ্য পোলিওজনতি পক্ষাঘাতে/প্রতিবন্ধিত্বে আমাদের দেশে প্রতিবছর ১০ হাজার শিশু অসহায় জীবনকে বেছে নিতে বাধ্য হয়। নিসন্দেহে এটি দুঃখজনক ।

<u>টিকাদান কর্মসূচী</u> ঃ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে স্বাস্থ অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে ১৯৭৯ সালের ৭ই এপ্রিল সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচী প্রকল্প শুরু হয়। এক বছরের কম বয়সীদের ৬টি রোগের প্রতিষেধক প্রদানের কর্মসূচী বাংলাদেশের শহরে ও গ্রামাঞ্চলে অনেকটা বাস্তবায়িত হয়। ১৯৮৫ সালে বিশ্বের শিশুদের পোলিও রোগ থেকে মুক্ত রাখতে রোটারী ইন্টারন্যাশনাল পোলিও প্লাসের সূচনা করে এবং বিশ্বের বেশ অনেকগুলো দেশে পোলিও নির্মুল হয়েছে। পৃথিবীর সবদেশ থেকে পোলিও নির্মূলের উদ্দেশ্যেই ১৯৯৫ সালের বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল "২০০০ সালের লক্ষ্য পোলিওমুক্ত বিশ্ব" যা পোলিও প্রতিষেধকের ব্যবহার আরো নিশ্চিত করেছে। একই দিনে দেশের সকল শিশুকে মুখে খাওয়ার **VPV (Oral Polio Vaccine)** খাওয়ানোর জন্য জাতীয় টিকা দিবস উদযাপন একটি সফল পদক্ষেপ। জাতীয় টিকা দিবস পালন করে লাতিন আমেরিকা অঞ্চলে পোলিও রোগ নির্মূলের প্রাথমিক পর্যায় সফল হয়েছে।

জাতীয় টিকাদান দিবস পালন করে ১৯৯৫ সালে চীন, ফিলিপাইন ও ভিয়েতনাম পোলিও নির্মূলে বিরাট সাফল্য অর্জন করেছে। মিসর ও ইরান জাতীয় টিকা দান দিবস পালনের মাধ্যমে পোলিও নির্মূলের কাজ অনেক দুর এগিয়ে নিয়ে গেছে। ১৯৯৪ সালে থাইল্যান্ড ও পাকিস্তান জাতীয় টিকা দিবস উদযাপন করেছে। বিভিন্ন দেশ জাতীয় টিকা দিবসের সাফল্যকে অনুধাবন করে। আমাদের দেশেও ১৯৯৫ সালে একদিন ৫ বছরের কমবয়সী সকলকে টিকাদানের জন্যে জাতীয় টিকা দিবস উদযাপনের ব্যবস্থা করা হয়। ৯৫, ৯৬, ৯৭ - তিন বছর জাতীয় টিকা দিবসে শিশুকে পোলিও প্রতিষেধক খাওয়ানোর কাযক্রম সরকারী, বেসরকারী, আন্তর্জাতিক ও স্বেচ্ছাসেবীদের সক্রিয় ভূমিকা প্রশংসনীয়। রোটারী ইন্টারন্যাশনালের ভ্যাকসিন সরবরাহ এ উদ্যেগে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রেখেছে। ৯৫ সালে ১৬ মার্চ ও ১৬ এপ্রিল জাতীয় টিকা দিবসে কাঙ্খিত মাত্রার ৮০ শতাংশ শিশুকে টিকাদান সম্ভব হয়েছিল। ৯৬ সালের ১৬ এপ্রিল ও ১৬ মে প্রায় দু'কোটি শিশুকে টিকাদানের সাফল্য অবশ্যই আশাব্যঞ্জক। ডিসেম্বর ৮, ৯৬ জাতীয় টিকা দিবসে আমরা নাগরিকদের সচেতনতা বৃদ্ধিসহ পাড়া-পরশীকে উদ্বুদ্ধকরণ বা **Motivation** খুবই জোরদার বলেই মনে হয়েছে। শিশুদের পোলিও প্রতিষেধক প্রদান ও দেশকে পোলিও নির্মূল করার জাতীয় টিকা দিবসে প্রচার মাধ্যমের অবদান উল্লেখযোগ্য। রেডিও, টেলিভিশনসহ সংবাদপত্রের মাধ্যমে পোলিও রোগ সংক্রমণ ও প্রতিরোধে প্রতিষেধকের ব্যবহার সম্পর্কে সাধারণ জনগণ অনেককিছু জানতে পেরেছে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়েছে। বর্তমানে টিকা দানের নির্দেশ অনুযায়ী শিশুর বয়স ৬ সপ্তাহ হলে প্রথম ডোজ ডিপিটির সাথে পোলিও ড্রপ খাওয়াতে হবে-চার সপ্তাহের ব্যবধানে মোট তিনটি ডোজ, অন্য কথায় শিশুর ১ বছর বয়সের মধ্যে ডিপিটিসহ পোলিও এর তিনটি ডোজ খাওয়াতে হবে। এছাড়া জাতীয় টিকা দিবসে পাঁচ বছরের কম বয়সী সব শিশুদের বাড়তি ডোজ খাওয়াতে হবে। এতে কোন ক্ষতি নেই। আগামী ৮ জানুয়ারি ৯৭ জাতীয় টিকা দিবসে প্রায় দু'কোটি শিশুকে **VPV (Oral Polio Vaccine)** খাওয়ানোর পরিকল্পনা রয়েছে। এ ব্যাপারে সকলের সহযোগীতা ও অংশগ্রহণের মাধ্যমেই দিনটির সাফল্য সম্ভব। পোলিও রোগ শিশু প্রতিবন্ধিত্বের অন্যতম প্রধান কারণ-অথচ যথাযথ প্রতিষেধক ব্যবহার করে রোগটি থেকে মুক্ত থাকা সম্ভব। আমরা পোলিও কর্মসূচীর সার্বিক সাফল্য কামনা করি-পোলিও নির্মূল বাংলাদেশ সকল শিশুর জন্য হোক নিরাপদ, এই আমাদের প্রত্যাশা।